কালের কণ্ঠ

আপডেট : ২৮ জানুয়ারি, ২০১৭ ০১:০২

ঐতিহ্যবাহী ৯৫ পণ্যের স্বত্ব পাচ্ছে বাংলাদেশ!

রাজশাহীর সিল্ক, কুমিল্লার রসমালাই, যশোরের খেজুরগুড়, মেহেরপুরের সাবিত্রী মিষ্টি, টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি, বগুড়ার নকশিকাঁথা, বাগেরহাটের চিংড়িসহ ঐতিহ্যবাহী ৯৫টি পণ্য বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে। জিআই পণ্য হিসেবে নির্বাচনের পর এগুলোর মালিকানা স্বত্ব পাবে বাংলাদেশ। এতে দেশে-বিদেশে এসব পণ্য নিয়ে সব ধরনের ব্যবসা থেকে অর্জিত অর্থ ও সুনামের দাবিদার হবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোনো দেশ এসব পণ্য ‘একই নামে’ কিংবা ‘একই জাতীয় পণ্যের’ মালিকানার দাবি করতে পারবে না। ছয় মাস ধরে এ বিষয়ে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এরই মধ্যে জামদানির মালিকানা স্বত্ব বাংলাদেশ পেয়েছে। আর ইলিশ, নকশিকাঁথা, সিল্ক, খুলনা ও বাগেরহাটের চিংড়ির মালিকানা স্বত্ব

- ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই পণ্য হিসেবে নিবন্ধন পেলে দেশে-বিদেশে ব্যবসায় অর্জিত মুনাফার দাবিদার হওয়া যাবে
- দেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের ইতিবাচক প্রভাব পড়বে
- বিদেশে বাংলাদেশের সুনাম বাড়বে

পাওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বাকি পণ্যগুলোর বিষয়েও প্রস্তুতি চলছে জোরেশোরে। শিল্প মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এই ৯৫ পণ্যের তালিকা পাঠানো হয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়ে। জিআই পণ্য হিসেবে নির্বাচনে সেগুলো আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব সংস্থা ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশনের (ডাব্লিউআইপিও) সব শর্ত পূরণ করে কি না তা যাচাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এ বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের (ডিপিডিটি) রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ দেন। এরপর ডিপিডিটি রেজিস্ট্রারকে আহ্বায়ক করে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটি এসব পণ্য বাংলাদেশের কোন এলাকায় সহজে পাওয়া যায়, এর পেছনে ওই এলাকার কী কী ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, পণ্যগুলোর কী কী বিশেষত্ব আছে, এসব পণ্য উতপাদনে সংশ্লিষ্ট এলাকার জলবায়ু, মাটি ও পানি কতটা উপযোগী, ওই এলাকার কাছাকাছি কোনো নদী বা সমুদ্র আছে কি না, কোনো জনগোষ্ঠী বা কোনো সংগঠন বিশেষ এ পণ্যের ওপর নির্ভরশীল কি না, তারা কত সময় ধরে নির্দিষ্ট এ পণ্য থেকে কী পরিমাণ অর্থ আয় করেছে, পণ্যটি ওই জনগোষ্ঠী বা সংগঠনের আয়ের একমাত্র উৎস কি না সে বিষয়ে খোঁজখবর নেয়। এ ছাড়া ঐতিহ্যবাহী ওই পণ্য দেশে-বিদেশে কতটা সুনাম অর্জন করেছে, সেগুলো কতটা জনপ্রিয়, সংশ্লিষ্ট এলাকার কারিগররা পণ্যটি কতটা নিখুঁতভাবে তৈরি করতে পারে এবং এলাকাটি ভ্রমণের উপযোগী কি না তাও যাচাই করা হয়েছে। এভাবে ডাব্লিউআইপিওসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার নানা শর্তানুসারে যাচাই-বাছাই শেষে বাংলাদেশ ৯৫টি পণ্যকে জিআই পণ্য হিসেবে মালিকানার দাবি করতে পারে বলে কমিটি নিশ্চিত হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে সব তথ্যপ্রমাণ উল্লেখ করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে তা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হয়। তাতে বলা হয়েছে, জিআই পণ্য হিসেবে ৯৫টি পণ্যের মালিকানা স্বত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কোনো বাধা নেই।

ডিপিডিটি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রতিবেদন পাঠানোর পাশাপাশি পণ্যগুলো জিআই পণ্য হিসেবে নির্বাচনে বাকি প্রস্তুতি শুরু করেছে। এরই মধ্যে ডিপিডিটি থেকে এসব পণ্যের তালিকা এবং সেগুলো কেন জিআই পণ্য হিসেবে বাংলাদেশ দাবি করছে তা জানিয়ে ডাব্লিউআইপিওসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে জানানো হয়েছে। এসব সংস্থা থেকে পণ্যগুলোর বিষয়ে বাংলাদেশের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত কোনো আপত্তি জানানো হয়নি। বরং ডিপিডিটি রেজিস্ট্রারের কাছে এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে ডাব্লিউআইপিওসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার অনেকে।

ঐতিহ্যবাহী আরো যেসব পণ্যকে বাংলাদেশ জিআই পণ্য হিসেবে দাবি করেছে তার মধ্যে রয়েছে রাজশাহীর সিল্ক, ঠাকুরগাঁওয়ের সূর্যপুরী আম, রংপুরের হাঁড়িভাঙা আম, রংপুরের শতরঞ্জি, জামদানি, যশোরের নকশিকাঁথা, বগুড়ার দই, পাবনার মিষ্টি, ফরিদপুরের চানাচুর, নাটোরের কাঁচা গোল্লা, চাঁদপুরের ইলিশ, চুয়াডাঙ্গার ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, মৌলভীবাজারের আগর, রাজশাহীর আম, যশোরের বাতাসা, খুলনা ও বাগেরহাটের চিংড়ি, খুলনার নারিকেল, কুষ্টিয়ার তিলের খাজা, দিনাজপুরের লিচু, হালদার রুই মাছ, কক্সবাজার ও কুয়াকাটার শুঁটকি, চাঁপাইনবাবগঞ্জের কলা, খুলনার পান-সুপারি, টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি, রাঙামাটির হস্তজাত শিল্প, বরিশালের আমড়া, দিনাজপুরের কাটারিভোগ চাল, পোড়াবাড়ীর চমচম, সুন্দরবনের মধু, মধুপুরের আনারস ও সিলেটের কমলালেবু।

সংশ্লিষ্টরা জানান, একটি দেশ প্রথমে তার কোনো একটি নির্দিষ্ট পণ্যকে জিআই পণ্য হিসেবে নির্বাচন করে। এরপর পণ্যটি ডাব্লিউআইপিওএর শর্ত পূরণ করে কি না তা যাচাই-বাছাই করা হয়। পরে জিআই পণ্য হিসেবে

স্বীকৃতি পেতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়। জেলা প্রশাসক বা সরাসরি ডিপিডিটির বা সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ জন্য সরকারের ঘরে একটি ফি দিতে হয়।

একটি সংগঠন বা একটি গোষ্ঠীর কিংবা একদল কারিগরের মাধ্যমে অথবা সরকারের কোনো নিজস্ব সংস্থার মাধ্যমে বা সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে যৌথভাবে কোনো পণ্যকে জিআই পণ্য হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে মালিকানা দাবি করে আবেদন করা যায়। এরপর দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ, সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, ডিপিডিটি এ বিষয়ে যাচাই-বাছাই করে। পরে ডাব্লিউআইপিওসহ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাকে পণ্যগুলোর বিষয়ে জানানো হয়। এসব সংস্থা বিষয়টি বিভিন্ন দেশে সংশ্লিষ্ট নিজস্ব দপ্তরে জানিয়ে দেয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বা ডিপিডিটির কোনো আপত্তি থাকলে তা পূরণ করা হয়। সরকারের পক্ষে ডিপিডিটি সনদ দেয়। আর আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে সনদ দেয় ডাব্লিউআইপিও।

সূত্র জানায়, ডিপিডিটি ৯৫ পণ্যের বিষয়ে প্রতিবেদন দেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ফের ডিপিডিটিতে চিঠি পাঠিয়ে বিভিন্ন জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে দ্রুত এ ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। চিঠিতে বলা হয়েছে, কিছু পণ্যের মালিকানা স্বত্ব অন্য দেশের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক আদালতের সহায়তা নিতে হয়েছে। এরই মধ্যে জামদানির জিআই নিবন্ধন পাওয়া গেছে। ভবিষ্যতে যাতে এ দেশের ঐতিহ্যবাহী কোনো পণ্যের মেধাস্বত্ব অন্য কোনো দেশ নিতে না পারে তাই সরকার এবার আগেভাগেই ততপর হয়েছে। ডিপিডিটি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এ নির্দেশ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের চিঠি পাঠিয়েছে। যে পণ্য যে এলাকায় উতপাদিত হয় সে অঞ্চলের জেলা প্রশাসককে শুধু নির্দিষ্ট ওই পণ্যের বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। ডিপিডিটি রেজিস্ট্রার মো. সানোয়ার হোসেন স্বাক্ষরিত চিঠিতে বিশেষভাবে বলা হয়েছে, জিআই পণ্যটি উতপাদন করে যারা দীর্ঘদিন ধরে জীবিকা নির্বাহ করছে সরকারের পাশাপাশি তাদের অবশ্যই জিআই পণ্যের নিবন্ধনের অংশীদার করতে উদ্যোগ নিতে হবে।

চিঠিতে ৯৫ পণ্যকে জিআই পণ্য হিসেবে জরুরি ভিত্তিতে নিবন্ধনের প্রস্তুতি গ্রহণের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বলা হয়েছে, ‘এসব পণ্য দেশের সম্পদ। অতীতে বিভিন্ন সময়ে যথাযথ উদ্যোগ না নেওয়ায় অন্য দেশ এ দেশের কিছু ঐতিহ্যবাহী পণ্যের জিআই সনদ নিয়ে নেয়। এতে দেশে-বিদেশে বাংলাদেশ ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের দেশের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। এ বিষয়ে দ্রুত প্রস্তুতি নিতে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নির্দেশ রয়েছে।’

দেশের প্রথম জিআই পণ্য হিসেবে এরই মধ্যে নিবন্ধন সনদ পেয়েছে জামদানি শাড়ি। জানা যায়, এ শাড়ির জমিন নিখুঁত ও মসৃণ করতে শুধু বাংলাদেশের শীতলক্ষ্যা নদীর পানিই উপযুক্ত। এ নদীর তীরঘেঁষা জনপদের কারিগরদের হাতের দক্ষতায় বিশেষ গুণাগুণের এই শাড়ি তৈরি সম্ভব হয়। ডাব্লিউআইপিওর দেওয়া বিভিন্ন শর্ত মেনেই জামদানি বাংলাদেশের জিআই পণ্য হিসেবে অনুমোদন পেয়েছে। গত বছরের ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ডিপিডিটির পক্ষে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু জামদানির নিবন্ধন সনদ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) চেয়ারম্যানের কাছে তুলে দেন।

ভারত, নেপাল ও পাকিস্তানেও জামদানি তৈরি হয়। তবে এসব দেশ বাংলাদেশের জিআই নিবন্ধন নিয়ে আপত্তি করেনি। ভারতের অন্ধ্র প্রদেশ থেকে এর আগে ‘উপাধ্যায় জামদানি’ নামের একটি শাড়ির নিবন্ধন নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শুধু ‘জামদানি’ নামে নিবন্ধন নিয়েছে।

জানা যায়, গত বছরের ১৪ নভেম্বর বাংলাদেশের পক্ষে মতস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ইলিশ মাছের স্বত্ব চেয়ে ডিপিডিটিতে আবেদন করে। এরই মধ্যে জিআই পণ্য হিসেবে ইলিশের মালিকানা বাংলাদেশকে দেওয়ার সব প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়েছে। ডাব্লিউআইপিওসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকেও কোনো আপত্তি ওঠেনি। ডিপিডিটি রেজিস্ট্রার মো. সানোয়ার হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, মতস্য অধিদপ্তরের আবেদনে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিতে কিছু সমস্যা ছিল। মতস্য অধিদপ্তর পুনরায় সেসব শর্ত পূরণে কাজ করছে। সেগুলো শেষের পথে। তারপর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার পালা।

সরকারের পক্ষে বিসিক নকশিকাঁথাকে জিআই পণ্য হিসেবে দাবি করে মালিকানার স্বত্ব চেয়ে আবেদন করেছে। তবে সিল্ক, চিংড়ি, নারিকেল, তিলের খাজা, লিচু, রুই, শুঁটকি, কলা, পান-সুপারি, তাঁতের শাড়ি, হস্তজাত শিল্প, আমড়া, কাটারিভোগ চালের স্বত্ব চেয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার বেসরকারি খাতের সংগঠনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করা হয়েছে। বাকি পণ্যগুলোর স্বত্বের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার সংগঠন বা কারিগর ও সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা যৌথভাবে আবেদন করেছে। এসব পণ্যের বিষয়ে প্রাথমিক যাচাই-বাছাই শেষ হয়েছে। বাকি প্রক্রিয়া শেষ করতে ডিপিডিটি জরুরি ভিত্তিতে কাজ করছে।

শিল্পসচিব মোশাররফ হোসেন ভূইয়া কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘জিআই নিবন্ধন সনদ পেতে জরুরি ভিত্তিতে কাজ চলছে। আশা করছি অল্প সময়েই এসব পণ্যের মালিকানা পাব।’

প্রসঙ্গত, জিআই পণ্য হিসেবে এসব পণ্যের নিবন্ধন যারা পাবে তারা সংশিষ্ট পণ্যের ব্যবসায়িক মুনাফার সম্পূর্ণ অংশের মালিক হবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এসব পণ্যের মালিকানা বা স্বত আর কোনো দেশ দাবি করতে পারবে না। দেশের মধ্যেও অন্য কোনো এলাকার জনগোষ্ঠী এ পণ্যের মালিকানা পাবে না। তবে একই পণ্য অন্য একাধিক দেশ উতপাদন করলে যে দেশ সবচেয়ে বেশি উতপাদন করবে, পণ্যটি যে দেশে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হবে, সে দেশই ওই পণ্যের স্বত্ব পেতে অগ্রাধিকার পাবে। এ ছাড়া কোনো দেশের একটি বিশেষ এলাকার জলবায়ু, মাটির গুণাগুণ, পানি, কারিগরদের দক্ষতা, ভৌগোলিক গুণাগুণ, জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ওই পণ্য উতপাদনের জন্য বিশেষ সহায়ক হলে ওই পণ্যের জিআই সনদ পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

বিসিকের আবেদনে ডিপিডিটি জিআই পণ্য হিসেবে নিবন্ধন দিতে ২০১৩ সালে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন করে। ২০১৫ সালে এ আইনের বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয়। বাংলাদেশের পক্ষে ডিপিডিটি জিআই নিবন্ধন সনদ দেয়।

ডিপিডিটি রেজিস্ট্রার মো. সানোয়ার হোসেন বলেন, ‘৯৫ পণ্য চূড়ান্তভাবে জিআই পণ্য হিসেবে নিবন্ধন পেলে এ দেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিদেশে বাংলাদেশের সুনাম বাড়বে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নির্দেশনায় আমরা কাজ করছি। এটা বড় ধরনের প্রস্তুতি। তাই জেলা প্রশাসকদের সহায়তা নেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ডিপিডিটি নিবন্ধন দেবে। এ বিষয়ে ডাব্লিউআইপিওর শর্ত মেনে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।’

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
উপদেষ্টা সম্পাদক : অমিত হাবিব,

ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com